সমকাল

তারিখ ০৯ AUG 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

উত্তরা হাইস্কুলের পরিস্থিতির অবনতি

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের বেতন ও পরীক্ষার ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে গতকাল সোমবার সমাবেশ করেছেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। সকালে প্রতিষ্ঠানটির সামনের সড়কে তারা এ সমাবেশ করেন। অভিভাবকদের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে এ সিদ্ধান্ত নেয় বলে তাদের অভিযোগ। এদিকে, পে স্কেল অনুযায়ী বেতন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েও তা বাতিল করার প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকরা গতকাল ক্লাস বর্জন করেন। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ১

উত্তরা হাইস্কুলের পরিস্থিতির

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

অনেক ক্লাসই হয়নি গতকাল। শিক্ষকদের আন্দোলনকে 'যৌক্তিক' উল্লেখ করে কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, পে স্কেল অনুযায়ী বেতন দিতেই শিক্ষার্থীদের ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। ফি বাড়ানোর আগে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এর প্রতিবাদে গত ১১ জুলাইও অভিভাবকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে গতকাল সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সোয়া ৯টা পর্যন্ত দেড় শতাধিক অভিভাবক সমাবেশে অংশ নেন। এ সময় তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, বছরের মাঝামাঝি প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের মাসিক ফি ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫৭০ টাকা করা হয়েছে। একইভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৬০০ থেকে বাড়িয়ে ৭৮০ টাকা এবং কলেজ শাখায় ৮৫০ থেকে বাড়িয়ে এক হাজার ১০০ টাকা করা হয়। সোয়া ৯টার দিকে পুলিশ তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

অভিভাবকদের ভাষ্য, রোজার ঈদের ছুটি শেষে গত ১১ জুলাই প্রতিষ্ঠানটি খোলার পর হঠাৎ করে ৩০ শতাংশ মাসিক ও পরীক্ষার ফি বাড়িয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিবাদ করা হলে সে সময় ফি বৃদ্ধি স্থগিত করে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হন গভর্নিং বডির সদস্যরা। পরে আবার কোনো ধরনের আলোচনা ছাড়াই আগের সিদ্ধান্ত বহাল করা হয়। এ কারণেই তারা প্রতিবাদ করছেন। কর্তৃপক্ষ ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে না এলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলেও জানান অভিভাবকরা।

এ বিষয়ে রাশেদুল হুদা চৌধুরী নামে এক অভিভাবক বলেন, অযৌক্তিকভাবে কর্তৃপক্ষ ফি বাড়িয়েছে। এ নিয়ে গভর্নিং বডি অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেনি।

মাসুদ পারভেজ নামে একজন অভিভাবক বলেন, কী কারণে ফি বাড়ানো হয়েছে এর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই কর্তৃপক্ষের কাছে। অনৈতিক ও অযৌক্তিকভাবে ফি বাড়ানো হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আমিনুর রহমানের কক্ষে গিয়ে কথা বলতে চাইলে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

গভর্নিং বডির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম দাবি করেন, পে স্কেল অনুযায়ী শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করতে গভর্নিং বডির সদস্যদের সম্মতিতে শিক্ষার্থীদের ফি বাড়ানো হয়।

একাধিক অভিভাবক জানান, আনোয়ারুল ইসলাম গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর কয়েক মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন আদায় হওয়া অর্থ স্কুল তহবিলে জমা না দিয়ে সভাপতি নিজের কাছে রাখছেন। সব বিল-ভাউচার ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেখানোর অলিখিত বিধান জারি করেছেন তিনি। বিনা টেন্ডারে চলছে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ।

অভিভাবকদের অভিযোগ ও ক্ষোভ, এ রকম বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে দেশের সেরা তিনে অবস্থান করা উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ নিয়ে অভিভাবকরা অভিযোগ জানিয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর ও দুর্নীতি দমন কমিশনেও (দুদক)। মাউশি এর আগেও এক দফা তদন্ত করে অনিয়মের বিশদ প্রমাণ পেয়েছে। অভিভাবকরা এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেছেন, অন্যথায় দেশের সেরা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।